৫ জানুয়ারী, ২০২৬

ভোররাতে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত

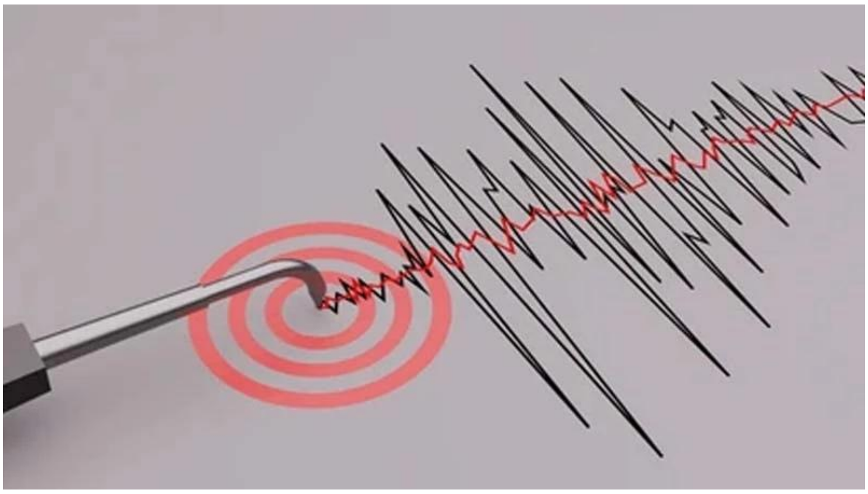

সংগৃহীত ছবি

আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) ভোরে দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভোর ৪টা ৪৭ মিনিটে এই কম্পন টের পাওয়া যায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ২। ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ কম্পন অনুভব করায় অনেক এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিক ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ সংস্থা ও ইউরো-মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (EMSC)-এর তথ্য অনুযায়ী, আজকের এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের আসাম রাজ্যের ধিং এলাকায়। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে এর কেন্দ্রস্থল ছিল। এর ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ২৬ দশমিক ৪৭০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২ দশমিক ৪৩৮ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।

সংস্থাগুলোর তথ্যে আরও জানানো হয়, ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল ধিং শহর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং আসামের রাজধানী গুয়াহাটি থেকে আনুমানিক ৭৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ হওয়ায় এর প্রভাব বাংলাদেশের সীমান্তবর্তীসহ বিভিন্ন এলাকায় অনুভূত হয়েছে।

এর আগে গত বছরের ১০ ডিসেম্বর মধ্যরাতে সিলেট অঞ্চলেও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর দুটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। ওই দিন রাত ২টা ২০ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে প্রথম এবং রাত ২টা ২৫ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে দ্বিতীয় কম্পন রেকর্ড করা হয়।

সেসময় ভূমিকম্প দুটির উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার বাংলাদেশ–ভারত সীমান্তবর্তী বিয়ানিবাজার এলাকা। বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর না মিললেও ওই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আজকের ভূমিকম্পসহ সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো এই অঞ্চলের ভূমিকম্প ঝুঁকির বিষয়টি আবারও সামনে এনেছে।